দৈনিক বাংলা

0--009

তারিখ ... 1.4.84 ...
পৃষ্ঠা ... 7 ... কলাম ... 7 ...

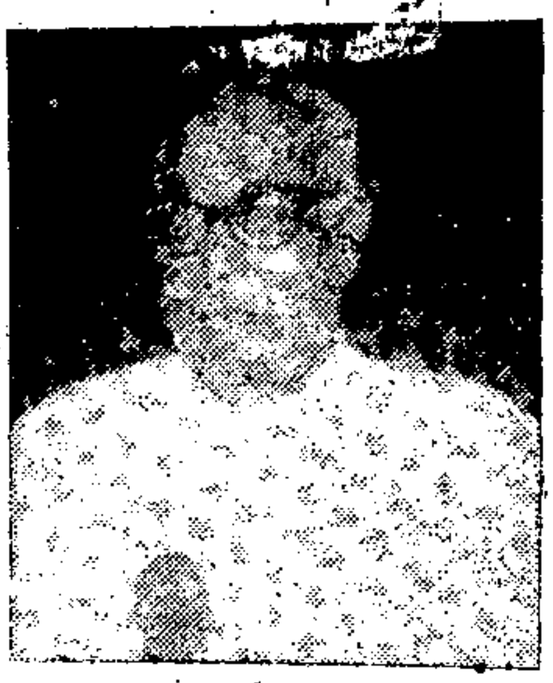

আতাউর রহমান খানের সংক্ষিপ্ত জীবনী

জনাব আতাউর রহমান খান ঢাকা জেলার ধামরাই উপজেলার বালিয়া গ্রামে ১৯০৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বরাবরই অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৯৩০ সালে তিনি স্নাতক হন এবং ১৯৩৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ল ডিগ্রী লাভ করেন।

১৯৩৭ সালে তিনি আইন ব্যবসায় যোগ দেন। ১৯৪২ সালে মুন্সেফরূপে তিনি বিচার বিভাগে যোগ দেন এবং ১৯৪৪ সালে তিনি উক্ত পদ ছেড়ে স্বাধীন আইন ব্যবসায় ফিরে আসেন।

১৯৬০ সালে তিনি ঢাকা জেলা বার সমিতির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন এবং ১৯৬৯-৭০ সালে হাইকোর্ট বার সমিতির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন এবং ১৯৭০-৭২ সালে তিনি বার কাউন্সিলের সদস্য হন।

এর আগে তার রাজনৈতিক জীবন শুরু হয় ১৯৩৪ সালে এবং তখন তিনি কৃষক শ্রমিক পার্টির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ১৯৪৪ সালে তিনি মুসলিম লীগে যোগ দেন এবং ওই বছর ঢাকা জেলা মুসলিম লীগের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৪৯ সালে যে সম্মেলনে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে প্রেসিডেন্ট করে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়, সেখানে তিনি সভাপতিত্ব করেন। তিনি আওয়ামী মুসলিম লীগের সিনিয়র ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

সংবিধানের মৌল নীতিমালা কমিটির রিপোর্টের বিরুদ্ধে এবং সংবিধানের — জন্যে — বিকল্প — মৌলনীতি গঠনের উদ্দেশ্যে আহূত জাতীয় মহাসম্মেলনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। ১৯৬২ সালে জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট গঠন করেন। আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে বিবৃতিদানকারী নজন নেতার মধ্যে তিনি ছিলেন একজন।

জনাব আতাউর রহমান খান ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন ইউনাইটেড ফ্রন্টের মনোনয়নে এবং আইন পরিষদে তিনি বিরোধী দলীয় ডেপুটি লীডার হন। ১৯৫৫ সালে তিনি পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং বিরোধী দলের ডেপুটি নেতা হন।

তিনি ১৯৫৬ সালে পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী হন।

জনাব খান ১৯৭০ সালে পাকিস্তান ন্যাশনাল লীগ গঠন করেন এবং একই বছর তা বাংলাদেশ জাতীয় লীগ নামে পুনর্গঠন করেন। তিনি ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন ও বিরোধী দলের নেতা হন। তিনি ১৯৭৯ সালেও বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন।

জনাব খান ১৯৪৬ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় লিগ্যাল ডিফেন্স কমিটির সেক্রেটারী এবং ১৯৫২ সালে পূর্ব বাংলা শান্তি কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি ইস্ট বেঙ্গল সিভিল লিবার্টিজ লীগেরও সভাপতি নির্বাচিত হন।

জনাব খান বাংলাদেশ প্রেস কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন।

জনাব আতাউর রহমান খান ব্যাপকভাবে বিদেশ সফর করেন. তিনি ১৯৫২ সালে বিশ্বশান্তি সম্মেলনে পাকিস্তান প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে এবং ১৯৮২ সালে পুনরায় বাংলাদেশ মৈত্রী প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে পিকিং সফর করেন। তিনি ১৯৫৪ সালে বৃটেন ও সুইজারল্যান্ড এবং ১৯৭০ সালে সোভিয়েট ইউনিয়ন সফর করেন। তিনি ১৯৭৪ সালে জেনেভায় আন্তঃসংসদীয় ইউনিয়ন সম্মেলনে একটি প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করেন। তিনি ১৯৭৫ সালে আন্তঃসংসদীয় প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে বৃটেন সফর করেন। তিনি সরকারী প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে ১৯৮১ সালে জাপান ও ১৯৮৩ সালে ইরাক সফর করেন।

জনাব খান ১৯৭৭ সালে হজ্ব করেন।

তিনি 'ওজারতির দুই বছর' ও 'স্বৈরাচারের দশ বছর' নামে দুটো বই লেখেন।

জনাব খান বিবাহিত। তার ৩টি ছেলে ও ২টি মেয়ে রয়েছে।

তিনি ১৯৮৪ সালের ৩০শে মার্চ মন্ত্রিপরিষদে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন।